যুগান্তর

তারিখ 15 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

এনসিটিবিতে দুর্নীতির মচ্ছব

টিআইবির সুপারিশগুলো আমলে নেয়া হোক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণায় জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তাদের যে দুর্নীতির চিত্র বেরিয়ে এসেছে, তা এক কথায় ভয়াবহ। বলা যায়, সেখানে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। এনসিটিবিতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রণযোগ্য পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি, ছাপা ও বিতরণের কাজ সম্পন্ন হয় ২০ ধাপে। দেখা গেছে এর ১৭ ধাপেই বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি হয়। চলতি বছরের পাঠ্যবই উৎপাদন ও বিতরণের কাজে সম্মানীর নামে অবৈধভাবে ৫১ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠানের এ দুর্দশা আমাদের বিস্মিত করেছে। একইসঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের ওই কর্মকর্তাদের নৈতিকতার হাল দেখে আমরা উদ্বিগ্নও বটে।

টিআইবির গবেষণায় দেখা গেছে, সেখানে দরপত্র নিয়ে চলে ব্যাপক দুর্নীতি। এ ক্ষেত্রে এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সঙ্গে দরপত্রদাতাদের আঁতাতের তথ্যও পাওয়া গেছে। জানা গেছে, এনসিটিবির কোনো কোনো কর্মকর্তার মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ওইসব প্রতিষ্ঠান বেনামে দরপত্রে অংশ নেয় এবং তারা দরপত্রে উল্লিখিত শর্তপূরণ না করেও কাজ পেয়ে যায়। তদারকির নামে সম্মানী হিসেবে লাখ লাখ টাকা নেয়া হলেও কাগজ কেনা ও মুদ্রণ যথাযথভাবে তদারক করা হয় না। পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায়ও বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে টিআইবির প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিবেচনায় কাউকে কাউকে এ সংক্রান্ত কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের কাজে বিষয়ভিত্তিক ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয় না। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রেষণে আসা কর্মকর্তাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এনসিটিবির বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ হল, অনেক সময় কারিকুলাম অনুসরণ না করেই অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন করা হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব কারণে এনসিটিবির বইয়ের মুদ্রণ ও বিষয়বস্তুর মান পড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। এনসিটিবির অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে ১৬টি সুপারিশ তুলে ধরেছে টিআইবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— এনসিটিবিকে একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা; এ কমিশন গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন; এনসিটিবির কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হ্রাস করা; কারিকুলাম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন; পাঠ্যবই মুদ্রণে ই-টেন্ডারিং প্রথা চালু করা ইত্যাদি। আমরা মনে করি, সুপারিশগুলো আমলে নেয়া হলে এনসিটিবির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে, দুর্নীতি প্রতিরোধ হবে, সর্বোপরি পাঠ্যবই হবে মানসম্পন্ন।